ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 143 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৩ ● কলকাতা ● ১৩ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

লক্ষ্মীবারে মায়াপুরে গোমাতার পুজো করবেন শুভেন্দু! বৈঠক সাধুসন্তদের সঙ্গেও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃহস্পতিবার মায়াপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকাল ১১ টা নাগাদ হেলিকপ্টারে করে মায়াপুরের হেলিপ্যাডে নামবেন তিনি। সূত্রের খবর, মায়াপুরে নেমে ইসকনের গোশালায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গোমাতার পুজো করবেন। এরপর একটি যজ্ঞানুষ্ঠানেও তাঁর অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। বিজেপির তরফে এখনও এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকেই মায়াপুর ইসকন চত্বরে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। হেলিপ্যাড সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা, রাস্তা সংস্কার, জলনিকাশি ব্যবস্থার মেরামত-সহ একাধিক পরিকাঠামোগত কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বুধবার দুপুর আনুমানিক দেড়টা নাগাদ হেলিকপ্টার ট্রায়ালও করা হয় বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকছে চোখে পড়ার মতো। রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই ইসকন চত্বর ঘুরে দেখেছেন। সফরকে ঘিরে গোটা এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ইসকন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর খুব স্বল্প সময়ের হলেও তাঁর সঙ্গে একাধিক জেলা ও রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিক উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। ধর্মীয়

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 302

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শিববাবা বলেছিলেন, আমি আমার সর্বস্ব তোকে দিয়ে দিয়েছি আর এই গুরুদেব বলছিলেন যে তোরই ভিতরে আছে, কেবল তা বিলাতে হবে। উভয়ের মধ্যে কিছু সমানতা উপলব্ধি হচ্ছিল। উভয়েই নিজের স্তরে বলছিলেন। তারা দুজনেই বুঝছিলেন, তারা দুজনেই জানছিলেন, কেবল আমিই অজ্ঞান ছিলাম।

ক্রমশঃ

বারাসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে গোপনে গাঁজা চাষ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাসত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসতে তৈরি হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আর সেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী ছুটে আসেন চিকিৎসার জন্য। রোগীদের ভিড়ে ঠাসা হাসপাতাল চত্বরে গজিয়ে উঠেছে গাঁজা গাছ। বারাসত মেডিকেল কলেজের সৌন্দর্যায়নের জন্য বানানো বাগানে চাষ হচ্ছে গাজার গাছ।

বারাসত হাসপাতাল সহ সরকারি হাসপাতাল গুলিতে পরিষেবা সঠিকভাবে যাতে সাধারন মানুষ পায় তার জন্য বিজেপি বিধায়করা বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন। ইতিমধ্যেই বারাসাত বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। বারাসাত হাসপাতাল চত্বরে থাকা বেআইনি স্টল সরানো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা সঠিকভাবে পায় তার জন্য সুপারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর সেই চাষের গাঁজার দিকে তাকিয়ে গাজা সেবকেরা বহাল তবিয়তে। কয়েক মাস ধরেই রয়েছে চাষ করা গাঁজা গাছ গুলি। গাছের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু বারাসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন উদাসীন। তাদের নজরেই পড়েনি গাঁজা চাষের রমরমা ব্যবসা। বারাসত মেডিকেল কলেজে ঢুকতে সুলভ শৌচালয়ের সামনে তৈরি হওয়া সুন্দর বাগানে বহাল তবিয়তে বেরে উঠছে গাঁজা গাছ। যদিও স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষদের অভিযোগ তারাই একাধিকবার নিজেদের তৎপরতায় এই গাঁজা গাছ এখান থেকে তুলে ফেলেছেন। কিন্তু গাঁজা ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় ফের গজিয়ে উঠেছে সেই গাছ। যদিও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ হাসপাতাল প্রশাসন ও পুলিশ। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের মধ্যে এই ধরনের বেআইনি গাঁজা চাষের সঙ্গে কারা যুক্ত সেই ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন আমজনতা।

লক্ষ্মীবারই দিল্লিযাত্রা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয়বার দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার রাতেই রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দেবেন শুভেন্দু। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে তাঁর। বাংলার মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।যেহেতু জয়ী বিধায়কদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তাপস রায় এবং নিশীথ প্রামাণিক ছাড়া রাজ্য বা কেন্দ্রে মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা বাকিদের নেই, তাই মন্ত্রিত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা। এছাড়া মন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বেশ কিছু বিষয়ও মাথায় রেখেছে বিজেপি নেতৃত্ব। জানা যাচ্ছে, যে সমস্ত জেলায় নিরঙ্কুশ দাপট দেখাতে পেরেছে দল, সেখান থেকে পুরস্কার স্বরূপ মন্ত্রিত্ব পাবেন একাধিক বিধায়ক। পূর্ণমন্ত্রিত্বের পাশাপাশি একাধিক প্রতিমন্ত্রীদের নামও চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে সবটাই চূড়ান্ত হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার সাপেক্ষে।সব ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার সকালে মায়াপুর যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গোপূজন, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনার মতো কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মায়াপুর থেকে ফিরেই দিল্লিযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সব ঠিক থাকলে ওই

এরপর ৩ পাতায়

বৃহস্পতিবার কুরবানি ঈদ, রাজ্যে জারি হাই অ্যালার্ট, খোলা রাস্তায় নমাজ নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত পোহালেই ঈদ-উল-আযহা (কুরবানি ঈদ)। শান্তিপূর্ণভাবে এই উৎসব উদযাপনের জন্য উত্তরপ্রদেশ জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করেছেন যোগী আদিত্যনাথের সরকার। যেকোনও ধরনের অশান্তি রুখতে প্রশাসন ও জেলা পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করেছে। সম্ভল থেকে চন্দেলি এবং অযোধ্যা থেকে মুজাফফরনগর পর্যন্ত সমস্ত জেলায় বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।রাজধানী লখনউতেও পুলিশ সতর্ক রয়েছে। সকাল ১০টায় ঈদগাহে নামাজ পাঠ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে, ডিসিপি কাশী গৌরব বনসলের নেতৃত্বে পুলিশ ও আরএএফ কর্মীরা বেনিয়া পার্ক, নাই সড়ক এবং মদনপুরা সহ বারাণসীর স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছে। নজরদারির সময় ড্রোন ক্যামেরাও ব্যবহার করা হয়েছে। ডিসিপি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, প্রকাশ্যে পশুবলি উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। রাস্তায় নামাজ পড়া হবে না। তিনি আরও জানিয়েছেন, যদি লোকের সংখ্যা বেশি হয়, তবে তা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এবং আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না।পুলিশ স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছে এবং সিসিটিভি, ড্রোন ক্যামেরা ও সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেলের মাধ্যমে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে।

যোগী সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে, প্রকাশ্য স্থানে কুরবানি এবং রাস্তায় নামাজ পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে বিবেচিত সম্ভল জেলায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুলদীপ সিং-এর মতে, পুরো জেলাটিকে পাঁচটি জোন এবং ১৮টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের পাশাপাশি আরএএফ, পিএসি এবং একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নজরদারি জন্য ২৫০টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

(২ পাতার পর)

লক্ষ্মীবারই দিল্লিযাত্রা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা হবে মুখ্যমন্ত্রীর। শোনা যাচ্ছে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও রাজধানীতে যেতে পারেন। সব ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর এই সফরেই বাংলার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সিলমোহর পড়ে যাবে। সূত্রের দাবি, বাংলার সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের কাজ হবে শিগগিরই। নতুন মন্ত্রীদের তালিকাও কার্যত চূড়ান্ত। চলতি সপ্তাহে তা পৌঁছে যাবে রাজভবনে। সেটার আগেই অমিত শাহর সঙ্গে একপ্রকার আলোচনা করে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চমক থাকলেও মন্ত্রিসভার কলেবর হবে ছোট। তবে রাজ্যের প্রতিটি এলাকা এবং জাতি-উপজাতির প্রতিনিধিত্ব রেখেই মন্ত্রীদের নাম আলোচনা করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি, কালীঘাট থানার সাসপেন্ড ওসিকে নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার গৌতম দাস আবার খবরে উঠে এলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি দিয়ে 'বিতর্কে' পড়েছিলেন কালীঘাট থানার তৎকালীন ওসি গৌতম দাস। তখন তাঁকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। আর নতুন সরকার গঠনও হয়েছে।তাছাড়া ২৯ মার্চ প্রথমবার বদল করা হয় কালীঘাট থানার ওসিকে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উৎপল ঘোষকে এই পদে আনা হয়েছিল। আবার ওই নিয়োগের একমাসের মধ্যেই উৎপল ঘোষকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। তারপর ২৫ এপ্রিল কালীঘাট থানার নতুন ওসি করা হয় গৌতম দাসকে। তখন গৌতম দাস ছিলেন কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে। পরে আরও দু'বার কালীঘাট থানার ওসি বদল করে লালবাজার। সেখানে নিয়ে আসা হয় চামেলি মুখোপাধ্যায়কে। তড়িঘড়ি তাঁকেও সরিয়ে দিয়ে আনা হয় বলাই বাগকে। এই নিয়ে জোর চর্চা তখন হয়েছিল।যখন এসব চলছিল তখন অনেকেই গৌতম দাসের কথা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু এবার সেই গৌতম দাসকে নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হল। সুতরাং গোটা ঘটনাটি নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি পুলিশমন্ত্রীও শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক সভা করে চলেছেন তিনি। পুলিশের ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তেমন অন্যায়-অপরাধ রেয়াত করা হবে না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছবি সামনে আসে। পুলিশের উর্দি পরে সেই ছবি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাস নিজেই ফেসবুক এবং হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাসে সেই ছবি পোস্ট করেন বলেও দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ছবি যাচাই করে দেখেনি 'এই মুহূর্তে' বাংলা ডিজিটাল।

এই ছবি ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছিল। আর তখনই সেটা নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি। জয়প্রকাশ মজুমদার প্রথম গৌতম দাসের ওই ছবিটি সামনে নিয়ে এসে বলেছিলেন, 'এই ধরনের ছবি শুধু অস্বস্তিকর নয়, আইনের চোখেও অত্যন্ত আপত্তিকর। ওই ছবি থেকে স্পষ্ট, তিনি অত্যাধুনিক বন্দুক নিয়ে কাউকে নিশানা করছেন।' এই মন্তব্যের পরই গৌতম দাসকে সাসপেন্ড করে লালবাজার। তাঁর জায়গায় কালীঘাট থানার নতুন ওসি হিসাবে আনা হয় চামেলি মুখোপাধ্যায়কে। যদিও ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আবার কালীঘাট থানার ওসি বদল করে বলাই বাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর আজ, বুধবার গৌতম দাসকে নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। গৌতম দাস এখন কলকাতা পুলিশের সাউথ ডিভিশনে কর্মরত।

জনগণনা করতে অফিসার নিয়োগে উদ্যোগী রাজ্য সরকার, জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে জনগণনা বা সেন্সাস। এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার। তাই নানা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এই জনগণনা আগেও হয়েছে। তবে মাঝে অনেকটা সময় তা থমকে ছিল। এবার সেই থমকে থাকা কাজ শুরু করতে অফিসার নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। এবার তা শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। এই পর্যায়ে দেশের আবাসন কাঠামো, পরিবারের সম্পদ, বাসস্থানের ধরন এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যা এই রাজ্যেও হতে চলেছে। এবারের জনগণনায় ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। হাউজ লিস্টিং শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি এলাকায় ১৫ দিনের জন্য নিজে থেকে বা স্বগণনার সুযোগ থাকবে। পরিবারগুলি অনলাইনে নিজেদের ঘরবাড়ি ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে পারবে। পরে গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই তথ্য যাচাই করবেন। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার এসেই সেন্সাস প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছে।তা নিয়ে এখন আমলা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। জনগণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একাধিক অফিসার নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য সরকার।

এদিকে জেলা স্তরে ডিভিশনাল কমিশনার, ডিএম, এডিএম, এসডিও, বিডিও, জয়েন্ট বিডিওদের জনগণনার কাজে নানা পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

পুলিশে বদলির নয়া পোর্টাল খুলছে রাজ্য সরকার

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজের জেলায় বদলির বিষয়ে আগেই ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে নয়া বিজেপি সরকার। আর তাতে একটা খুশির হাওয়া তৈরি হয়েছে। এবার এই একই ব্যবস্থা হতে চলেছে পুলিশদের জন্যও। যাঁর বাড়ি যেখানে তাঁর পোস্টিং সংশ্লিষ্ট জেলায় অথবা শহর-শহরতলিতে হোক এটা সকলেই চান। কিন্তু নানা কারণে তা বহু বছর হয়ে ওঠেনি।তাছাড়া ওই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, অনলাইনে আবেদন করতে একজন পুলিশকর্মীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের রিজার্ভ অফিসার সাহায্য করবেন। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্য পুলিশের এসআই, মহিলা এসআইদের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বদলি করেছিল নির্বাচন কমিশন। ভোট এখন মিটে গিয়েছে। তারপরও এসআইরা আগের জায়গাতে ফিরতে পারেননি। যা নিয়ে পুলিশ মহলের মধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। কদিন আগে ডায়মন্ডহারবারে প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহিলা পুলিশকর্মীদের বাড়ির পাশের জেলাতে বদলি করা যায় কিনা সেটা ডিজিকে খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরই পুলিশকর্মীদের এই বদলির পোর্টাল খুলছে। যা সুখবর বয়ে নিয়ে এসেছে।সব সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই কম-বেশি এমন সমস্যা রয়েছে। যাঁরা নিজের জেলায় বা শহরে থেকে কাজ করেন তাঁদের সমস্যা নেই। আর শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পুশিশ-প্রশাসনের অনেকেই নিজের জেলা বা শহর-শহরতলিতে বদলির দাবি তুলেছিলেন।

এবার সেই দাবি পূরণ হওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন মিটতেই রাজ্য পুলিশের এসআই, এএসআই, কনস্টেবল-সবার জন্য সুখবর বয়ে এল। অনেকদিন ধরে বন্ধ থাকার পর অবশেষে পুলিশকর্মীদের অনলাইনে বদলির আবেদন করার পোর্টাল খুলতে চলেছে। এই খবর চাউর হতেই খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে পুলিশ মহলে। আগামী ১ জুন থেকে এই পোর্টাল ৩০ জুন পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই ৩০ দিনের মধ্যে রাজ্য পুলিশের কর্মীরা পছন্দমতো বাড়ির কাছের জেলাতে বদলির আবেদন জানাতে পারবেন। সেটা সবদিক থেকে বিবেচনা করে তা বাস্তবায়িত করা হবে।

এই কাজ যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বহু পুলিশ কর্মীকে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে না। আবার সরকারি পুলিশ কোয়ার্টারে যাঁরা থাকেন তাঁরাও নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন। আর বাড়ি থেকেই কর্মস্থলে আসতে পারবেন। অনেকদিন ধরে এই পোর্টাল বন্ধ থাকায় রাজ্য পুলিশের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে একটা অভিযোগ জন্ম নিচ্ছিল। এই বিষয়টি অজানা ছিল না নতুন সরকারের। তাই দ্রুত এই পোর্টাল খোলার নির্দেশ দেওয়া হয় ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে। তারপরই রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (প্রশাসন) অরিন্দম দত্তচৌধুরি এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

বাসরঘরে উপস্থিত হয়। এর ফলে, ভয় পেয়ে জরৎকারু পালিয়ে যান। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়।এরপর মনসা তাঁর সহচরী নেতার সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন মানব ভক্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে লোকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে, তাদের চরম দুরবস্থা সৃষ্টি করে তাদের পূজা আদায় করেন মনসা। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পূজা লাভে সক্ষম হন। এমনকি মুসলমান শাসক হাসানও তাঁর পূজা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

জনগণনা করতে অফিসার নিয়োগে উদ্যোগী রাজ্য সরকার, জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি

পালন করতে হবে বলে জানা গিয়েছে। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণনা ২০২৭ শুরুর ঘোষণা করেছিল ভারত সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার দফতর থেকে জারি করা হয়েছিল একটি বিজ্ঞপ্তি। তার মাধ্যমে জনগণনার প্রথম ধাপের ব্যাপারে জানানো হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তি গেজেট অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই মোতাবেক বহু রাজ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার এই রাজ্যে শুরু হতে চলেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন ছিল বলে জনগণনার কাজ অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বড় শহর এবং পুরসভা এলাকায় কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার-সহ কিছু সিনিয়র কর্তাকে জনগণনা অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী ২৯ মে, শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে জনগণনা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের এক সম্মেলনে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই নানা বার্তা দিতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। জনগণনার প্রথম ধাপটি হবে হাউস লিস্টিং ও হাউজিং সেনসাস। দেশজুড়ে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই কাজ শুরু হয়েছে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্য দেব নিজের রাজ্য তার পুত্র দের মাঝে ভাগ করে দিলেন । প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন । শনি দেব এক লোকের অধিপতি হয়ে খুশি ছিলেন না । তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তীব্র গরম থেকে বর্ষার দুর্যোগ— কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশদের পাশে দাঁড়াল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

দিনের পর দিন প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে ব্যস্ত মোড়ে যান নিয়ন্ত্রণ, আবার কখনও প্রবল বর্ষার মধ্যেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দায়িত্ব পালন— সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎসবের মরশুম হোক কিংবা দৈনন্দিন ব্যস্ততা, শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তাঁদের নিরলস পরিশ্রম চোখে পড়ে প্রতিদিনই। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং বর্ষাকালে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বহু সময় শারীরিক সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই মানবিক উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। কর্মরত পুলিশ কর্মীদের কিছুটা স্বস্তি দিতে বুধবার বিশেষ সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ঝাড়গ্রাম শহরে।

বুধবার ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সিএসআর তহবিলের সহযোগিতায় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস), জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুদুল হাসান, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গোলাম সারওয়ার, ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ, ডিএসপি ট্রাফিক-সহ জেলা পুলিশের একাধিক আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তীব্র গরমে রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ডিউটি করা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের শারীরিক সমস্যা এড়াতে এবং বর্ষাকালে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন তাঁদের হাতে বর্ষাতি, ছাতা, পানীয় জল রাখার বোতল, গরম থেকে সুরক্ষার সামগ্রী-সহ একাধিক প্রয়োজনীয় উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের কাজের প্রতি উৎসাহ জোগান। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কর্মীদের কাজের পরিবেশ আরও উন্নত করতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ চালু থাকবে। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস) জানান, গোটা জেলার প্রায় পাঁচশো পুলিশ কর্মীকে পর্যায়ক্রমে এই সামগ্রী প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, "রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও পুলিশ কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও জানান, আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও পুলিশ কর্মীদের কল্যাণে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ বলেন, "সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রচণ্ড গরম, ভারী বৃষ্টি কিংবা উৎসবের অতিরিক্ত ভিড়— সব পরিস্থিতিতেই তাঁরা দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।" ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরের সাধারণ মানুষও। অনেকেই মনে করছেন, প্রতিদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাঁরা মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

(১ম পাতার পর)

লক্ষ্মীবারে মায়াপুরে গোমাতার পুজো করবেন শুভেন্দু! বৈঠক সাধুসন্তদের সঙ্গেও

আবহে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা ইসকন চত্বর।যদিও জানা গিয়েছে, এটি শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সফর। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম মায়াপুর ইসকনে পা রাখতে চলেছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে হেলিকপ্টারে চেপে কলকাতা থেকে মায়াপুরের উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তাঁর সঙ্গে দলের কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়কও থাকতে পারেন। সকাল ১১ টা নাগাদ ইসকন চত্বরের হেলিপ্যাডে পৌঁছবে তাঁর হেলিকপ্টার। সেখানেই ইসকন কর্তৃপক্ষ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাবেন। এরপর তিনি সরাসরি ইসকনের গোশালায় গিয়ে গোমাতার উদ্দেশ্যে বিশেষ পুজো, হোমযজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে খবর। পাশাপাশি নিজের হাতে বিশেষ ধরনের লাড্ডু খাইয়ে গোমাতার সেবা করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই সফরে তিনি সাধুসন্তদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সেই বৈঠকে তিনি কী নিয়ে আলোচনা করবেন সেদিকেই নজর রয়েছে।

ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাবনা থেকেই আয়োজন করা হয়েছে। তবে নবনির্মিত চন্দ্রোদয় মন্দির বা অন্যান্য বিগ্রহ দর্শনের কোনও নির্দিষ্ট সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রসাদ গ্রহণের বিষয়েও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

এবার সড়কপথে জুড়ছে তারাপীঠ ও দেওঘর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা তারা মন্দির এবং ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত শিবক্ষেত্র দেওঘরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে বড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। বহুদিনের দাবি মেনে এবার নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিল প্রশাসন। রামপুরহাটে দুই রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।এছাড়াও এই নতুন রাস্তা চালু হলে রামপুরহাট শহরের যানজট অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে প্রশাসন। বর্তমানে দেওঘর ও ঝাড়খণ্ডমুখী বহু গাড়ি রামপুরহাট শহরের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। নতুন বিকল্প রাস্তা তৈরি হলে শহরের উপর চাপ কমবে এবং সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার দাবি থাকলেও আগের রাজ্য সরকারের সময় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকার মানুষ এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ডবল ইঞ্জিন সরকারের উদ্যোগেই এই প্রকল্প বাস্তব রূপ পেতে চলেছে বলে দাবি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের।

নতুন রাস্তা তৈরি হলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শক্তিপীঠ তারাপীঠ এবং ঝাড়খণ্ডের জনপ্রিয় তীর্থস্থান দেওঘরের মধ্যে যোগাযোগ অনেক সহজ ও দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই সড়ক চালু হলে পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় প্রভাব পড়বে বলেও আশাবাদী প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষজন।

জানা গিয়েছে, রামপুরহাটের মাঝখণ্ড গ্রাম থেকে শুরু হয়ে ১১৪এ জাতীয় সড়ক ঝাড়খণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করবে। এই রাস্তা সরাসরি দেওঘরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। এই প্রকল্প নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, বনদপ্তরের আধিকারিক, ভূমি দপ্তরের আধিকারিক-সহ অন্যান্য দপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিক ও রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহার প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র স্বরূপরতন সিনহা। এছাড়াও ঝাড়খণ্ড প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক অনলাইনের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। দুই রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় রেখে কীভাবে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়। জানা গিয়েছে, মোট প্রায় ১৫ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে বীরভূম জেলার অংশে প্রায় ৯ কিলোমিটার এবং ঝাড়খণ্ডের অংশে প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। পুরো প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। খুব শীঘ্রই জমি ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করে নির্মাণকাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

স্থানীয়দের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। কারণ সারা বছর দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী তারাপীঠ ও দেওঘরে আসেন। কিন্তু সরাসরি উন্নত সড়ক যোগাযোগ না থাকায় যাত্রীদের অতিরিক্ত পথ ঘুরে যেতে হত। বিশেষ করে উৎসবের সময় এবং শ্রাবণ মাসে ভিড়ের কারণে যাতায়াতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। নতুন রাস্তা তৈরি হলে দুই তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে। পাশাপাশি সময়ও অনেক কম লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, এই জাতীয় সড়ক চালু হলে শুধু ধর্মীয় পর্যটন নয়, এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও বড় পরিবর্তন আসবে। রাস্তার ধারে নতুন দোকান, হোটেল, লজ, পরিবহণ পরিষেবা সহ একাধিক ছোট ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে। স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পণ্য পরিবহণ আরও সহজ হওয়ায় এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাবে।

হাকিমপুর সীমান্তে আটক ১১০ বাংলাদেশি, কড়া নজরদারি প্রশাসনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে আটকে গেল। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকায় গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে প্রশাসন। সূত্রের খবর, সীমান্ত এলাকায় তাঁদের ভিড় জমার খবর পেয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।এদিকে প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কাজের সন্ধানে, আবার কেউ আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। গোয়েন্দা বিভাগ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী যৌথভাবে প্রত্যেকের পরিচয় যাচাই করছে যাতে কোনও দুষ্কৃতী বা মানবপাচার চক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা যায়। পাশাপাশি শিশু ও মহিলাদের জন্য গেস্ট হাউসে খাবার, পানীয় জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ ও বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, পুরো পরিস্থিতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামাল দেওয়া হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং বিএসএফের প্রয়োজনীয় অনুমোদন মিললেই তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। পুরো ঘটনার ওপর নজর রাখছে জেলা প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী।আটক ব্যক্তিদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ছিল প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। তবে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যাওয়ায় সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি বিএসএফের আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র না মেলায় প্রশাসনকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের পরিচয় ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ১১০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে আপাতত স্বরূপনগরের তেতুলিয়া এলাকার একটি সরকারি গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছে। সেখানে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

সিনেমার খবর

মোদির সাশ্রয় বনাম শাহরুখের শখ: আলোচনায় ৫ কোটির গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

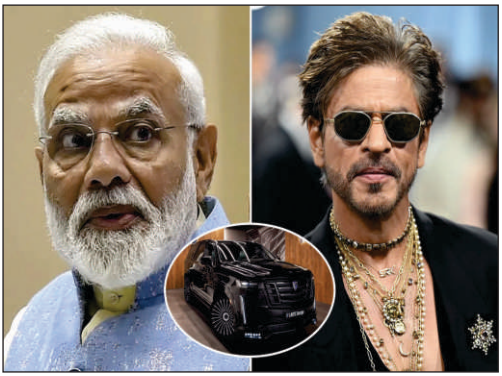

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের নতুন মেয়াদে যখন জ্বালানি সাশ্রয় ও কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই নিজের গ্যারেজে নতুন এক বিলাসবহুল গাড়ি যোগ করে দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। রাষ্ট্রীয়ভাবে সাশ্রয়ী অবস্থানের আবহে কিং খানের এই রাজকীয় শখ এখন টিনসেল টাউন থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সবখানেই প্রধান চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহল থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, শাহরুখের সংগ্রহে এবার যুক্ত হয়েছে বিশ্বখ্যাত 'ক্যাডিল্যাক এসক্যালেড'। যেহেতু ভারতে এই ব্র্যান্ডটির কোনো আনুষ্ঠানিক বিক্রয়কেন্দ্র নেই, তাই ধারণা করা হচ্ছে কিং খান বিশেষ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে এটি বিদেশ থেকে আমদানি করেছেন। শুল্ক ও আনুষঙ্গিক কর মিলিয়ে ভারতে এই এসইউভি-টির বাজারমূল্য প্রায় ৪ থেকে ৫ কোটি রুপির কাছাকাছি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী এই গাড়িতে রয়েছে ভিএইট পেট্রল ইঞ্জিন, যা ৪২০ হর্সপাওয়ার শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। এ ছাড়া গাড়ির অন্দরে ৩৮ ইঞ্চির কার্ভড ওএলইডি ডিসপ্লে, ভেন্টিলেটেড ম্যাসাজ সিট এবং বিল্ট-ইন রেফ্রিজারেটরের মতো অত্যাধুনিক সব সুবিধা একে অনন্য করে তুলেছে। ভারতে এই মডেলের গাড়ি হাতেগোনা কয়েকজনের কাছে থাকলেও শাহরুখের সংগ্রহে এটি যুক্ত হওয়াতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ হলো।

বর্তমানে শাহরুখ খান তার পরবর্তী বড় প্রজেক্ট 'কিং'-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এর মাঝেই নতুন এই গাড়ির খবরটি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগে ১০ কোটি রুপির 'রোলস রয়েস কুলিনান ব্ল্যাক বেইজ' কিনে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। তার গ্যারেজে বর্তমানে বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি ও মার্সিডিজ বেঞ্জ এস ক্লাস গার্ডের মতো বিশ্বের দামি সব গাড়ি শোভা পাচ্ছে।

সরকারি সাশ্রয়ী নীতির মধ্যে বলিউড বাদশার এমন নতুন বিলাসিতা একদিকে যেমন ভক্তদের মধ্যে রোমাঞ্চ তৈরি করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও এটি ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

আসছে অক্ষয়ের নতুন ছবি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার পর হরর-কমেডি ঘরানার সিনেমা 'ভূত বাংলা' বক্স অফিসে সাফল্যের মধ্যেই নতুন ছবির খবর দিলেন অক্ষয় কুমার। শুক্রবার (১৫ মে) এই অভিনেতার বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এর অফিসিয়াল টিজার প্রকাশিত হয়েছে।

ওয়েলকাম ৩ নামেও পরিচিত এই চলচ্চিত্রটি ২০০৭ সালের কাল্ট হিট 'ওয়েলকাম' দিয়ে শুরু হওয়া জনপ্রিয় স্লাপস্টিক কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের ওপর নির্মিত হয়েছে। তবে এবার নির্মাতারা গল্পের প্রেক্ষাপট শহুরে বিশৃঙ্খলা থেকে সরিয়ে একটি বড় মাপের জঙ্গলের অভিযানে নিয়ে গিয়ে গল্পটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন অ্যাকশন, কমেডি এবং সারভাইভাল-ধাঁচের পাগলামির মিশ্রণে, চলচ্চিত্রটির লক্ষ্য হলো ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নিজস্ব হাস্যরসাত্মক শক্তি বজায় রেখে দর্শকদের একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে।

বেস ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রুপের ব্যানারে ফিরোজ এ. নাদিয়াদওয়ালা প্রযোজিত এবং আহমেদ খান পরিচালিত চলচ্চিত্রটি বিশাল পরিসরে নির্মিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মতে, ঘন জঙ্গলের পটভূমিতে এর উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকশন-কমেডি দৃশ্যগুলো ফুটিয়ে তোলার জন্য চলচ্চিত্রটিতে একটি বিশাল কারিগরি দল এবং বিস্তৃত প্রোডাকশন ডিজাইন টিম কাজ করেছে। ছবিটি চলতি বছরের ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় কিস্তিতে অনুপস্থিত থাকার পর অক্ষয় কুমার এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরছেন। তিনি ছাড়াও সঞ্জয় দত্ত, সুনীল শেঠি, আরশাদ ওয়ারসি, পরেশ রাওয়াল, রাভিনা ট্যান্ডন, লারা দত্ত, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, দিশা পাটানি এবং তুষার কাপুরের মতো তারকারা অভিনয় করেছেন। এছাড়াও অভিনয় করেছেন জনি লিভার, রাজপাল যাদব, কৃষ্ণ অভিষেক এবং কিকু শারদা।

২৫ বছর পর ফের ক্রিকেট কেন্দ্রিক সিনেমায় আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমির খানের লড়াইয়ের সিনেমা 'লগন' এর জনপ্রিয়তা পঁচিশ বছরেও 'অম্লান'। আমিরের জাত চেনানো সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন আশুতোষ গোয়ারিকর। নতুন সিনেমা নিয়ে এত বছর পর ফের এক হচ্ছেন আমির ও আশুতোষ। এবারের চিত্রনাট্যও ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে বলে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। তবে 'লগন' মত অপেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে নয়; নতুন সিনেমায় আমির পর্দায় আসবেন জাতীয় দলের ক্রিকেটারের চরিত্রে।

সাতচল্লিশের ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমার চিত্রনাট্যের কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য লিখেছেন পীযূষ গুপ্ত ও নীরাজ সিং। সেই চিত্রনাট্যে পরিচারক রাজকুমার হিরানিও অবদান রাখছেন। সিনেমার প্রি-প্রোডাকশন শুরুর জন্য আনুষ্ঠানিক সম্মতি দিয়েছেন আমির। বিশার পরিসরের এই সিনেমার কাজ চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের দিকে শুরু হতে পারে।

চিত্রনাট্য নিয়ে পিংকভিলা বলছে ভারতের ক্রিকেটের প্রবাদপ্রতিম লালা অমরনাথের বায়োপিক বানাতে চলেছেন আমির-আশুতোষ। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে সিনেমাটি। দেশভাগের পর ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুই দেশের প্রথম ক্রিকেট খেলার লড়াই কীভাবে বন্ধুত্ব, দেশপ্রেমে প্রভাবিত করেছিল, সে গল্প তুলে ধরা হবে সিনেমায়।

আমির এই সিনেমায় লালা অমরনাথের চরিত্রে অভিনয় করবেন। যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ওই সিরিজে ভারতীয় টিমকে। তবে আমিরের সঙ্গে আরও কারা আছেন, তা প্রকাশ করা হয়নি। সিনেমাটি প্রযোজনা করবে এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট। 'দিল চাহতা হ্যায়' ও 'তালাশ' সিনেমার পর ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানির প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমির তৃতীয় কোনো কাজ নিয়ে যুক্ত হচ্ছেন।

এদিকে চলতি বছরে আমির 'থ্রি ইডিয়টস' এর সিক্যুয়েলের কাজও শুরু করতে যাচ্ছেন। চেতন ভগতের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'থ্রি ইডিয়টস' ২০০৯ সালে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। নির্মাতা রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় সিনেমাটি কেবল ব্যবসাসফলই হয়নি, ভারত এবং ভারত ছাড়িয়ে বাইরের দেশগুলোতেও তরুণদের পছন্দের চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। আমির খান বলেছেন, এবারের চিত্রনাট্য আগাবে মূল কাহিনীর এক দশক পর থেকে। অর্থাৎ র‍্যাঞ্চো, ফারহান ও রাজুর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ই তুলে ধরা হবে চিত্রনাট্যে।

পাতিদারের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে ফাইনালে আরসিবি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্রথম কোয়ালিফায়ারে গুজরাট টাইটান্সকে পাত্তাই দেয়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গুজরাটকে ৯২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে সবার আগে ফাইনালে চলে গেছে আরসিবি। গুজরাটও বাদ পড়েনি। এলিমিনেটরে জয়ী দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলবে তারা, জয়ী দল যোগ দেবে আরসিবির সাথে ফাইনালে।

ধর্মশালায় টসে জিতে আগে আরসিবিকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় গুজরাট। আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা অত ভালো হয়নি বেঙ্গালুরুর। ভেঙ্কাটেশ আইয়ার এবং বিরাট কোহলির ওপেনিং জুটিতে রান এসেছে ২১। ৭ বলে ১৯ রান করে সাজঘরে ফিরে যান ভেঙ্কাটেশ। এরপর কোহলির সাথে যোগ দেন দেবদূত পাড়িক্কাল। চালিয়ে খেলেছেন দুজনই। লুটেছেন পাওয়ারপ্লের ফায়দা। ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান তোলে আরসিবি।

দারুণ খেলতে থাকা কোহলি এবং পাড়িক্কাল থেমেছেন একই ওভারে। দলের ৯৩ রানের মাথাতে ২৫ বলে ৪৩ রান কজরে বিদায় নেন বিরাট কোহলি। এক বল পরেই ১৯ বলে ৩০ রান করে থেমেছেন পাড়িক্কাল। দুজনকেই ফিরিয়েছেন জেসন হোল্ডার।

এরপর ক্রিজে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক রজত পাতিদার এবং ক্রুনাল পান্ডিয়া। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন দুজন। ব্যাটও চালিয়েছেন সমান তালে। গুজরাটের বোলারদের তুলোধুনো করে রান তুলেছেন পাতিদার এবং ক্রুনাল। ফিফটি ছুঁয়ে ফেলেন পাতিদার। ছুটে চলেছেন ফিফটির পরেও।

ক্রুনালও ছিলেন দারুণ ছন্দে। দলের ১৮৯ রানের মাথাতে থামার আগে ২৮ বলে ৪৩ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। আরেক প্রান্তে তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন পাতিদারে। ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ে ফিফটির পর সেঞ্চুরির দিকে ছুটেছেন তিনি। শেষ দিকে ৫ বলে ১৫ রান করে টিকে ছিলেন টিম ডেভিড। দলের রান পার করেছে আড়াইশ। তবে সেঞ্চুরিটা ছোঁয়া হয়নি পাতিদারের। ৩৩ বলে ৯৩ রানের ইনিংস খেলে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন রজত পতিদার। নির্ধারিত ২০ ওভারের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় আরসিবি।

গুজরাটের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা এবং জেসন হোল্ডার। ১ উইকেট নেন প্রসিধ কৃষ্ণা। জবাব দিতে নেমে সুবিধা করতে পারেনি গুজরাট। দলের ১৭ রানের মাথাতে ভেঙেছে সাই সুদর্শন এবং শুবমান গিলের ওপেনিং জুটি। সুদর্শন ৯ বলে ১৪ রান করেছেন। পরের ওভারে থেমেছেন অধিনায়ক গিল। ৭ বলে ২ রান করে বিদায় নেন তিনি।

এরপর তিনে নেমে বেধড়ক পিটুনি শুরু করেন জস বাটলার। চালিয়েছেন ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিং। পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার আগেই ফিরেছেন তিনি। ১১ বলে ২৯ রানের ক্যামিও খেলে দলের ৫১ রানের মাথাতে থেমেছেন বাটলার। পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার আগে আরও ২ উইকেট হারিয়েছে গুজরাট। বিদায় নেন নিশাত সিঁধু এবং জেসন হোল্ডার। ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান তোলে গুজরাট টাইটান্স।

বাটলারের বিদায়ের পর শুরু হওয়া ধস আর থামেনি। পাওয়ারপ্লে শেষে টপাটপ উইকেট হারিয়েছে গুজরাট। ব্যাটাররা যোগ দেন আসা-যাওয়ার মিছিলে। কেউই সেভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। ৭৮ রানের মধ্যেই ৭ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকেই যায় গুজরাট। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা।

শেষ দিকে কিছুটা লড়াই চালিয়েছেন রাহুল তেভাটিয়া। তাতে ১০০ রান পার করেছে গুজরাট। ধীরে ধীরে রানের গতি বাড়িয়েছেন তেভাটিয়া। ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ে ছুঁয়ে ফেলেন ফিফটিও। শেষ দিকে তেভাটিয়ার ব্যাটে ভর করেই এগিয়েছে গুজরাটের ইনিংস। ৪৩ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলা তেভাটিয়া থামেন দলের ১৫৬ রানের মাথাতে। তাকে ফেরান ভুবনেশ্বর কুমার। ১৬২ রানের মাথাতে মোহাম্মদ সিরাজকে ফিরিয়ে গুজরাটের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ক্রুনাল পান্ডিয়া। ৯২ রানের বড় জয় তুলে ফাইনাল নিশ্চিত করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরসিবি।

আরসিবির হয়ে তিন উইকেট নেন জ্যাকব ডাফি। ২টি করে উইকেট তোলেন রাসিখ সালাম, ক্রুনাল পান্ডিয়া এবং ভুবনেশ্বর কুমার। ১টি উইকেট নিয়েছেন জশ হ্যাজলউড।

ফরাসি তারকা ইয়ান বনিকে নিয়ে আইভরিকোস্টের বিশ্বকাপ দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফ্রান্সে জন্ম হলেও ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অ্যাঞ্জ-ইয়ান বনি খেলবেন আইভরিকোস্টের হয়ে। জাতীয়তা পরিবর্তনের অনুমোদন পাওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা দিয়েছেন আইভরিকোস্টের কোচ এমার্স ফাই।

২২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ফ্রান্সের বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন। তবে পারিবারিক শিকড় আইভরিকোস্টে হওয়ায় তিনি আফ্রিকার দেশটির হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। গত ৮ মে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তার জাতীয়তা পরিবর্তনের আবেদন অনুমোদন করে। এরপরই বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত চূড়ান্ত দলে জায়গা পান তিনি।

বনির পাশাপাশি দলে ডাক পেয়েছেন আরেক ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া ফরোয়ার্ড এলি ওয়াহিও। তিনিও আগে ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে খেলেছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে জাতীয়তা বদলে আইভরিকোস্টের নাগরিকত্ব নেন তিনি। গত মার্চে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে দেশটির জার্সিতে অভিষেকও হয়েছে তার। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগামী ৪ জুন ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে আইভরিকোস্ট। সেই ম্যাচে জন্মভূমির বিপক্ষেই খেলতে দেখা যেতে পারে বনি ও ওয়াহিকে।

এবারের বিশ্বকাপে 'ই' গ্রুপে খেলবে আইভরিকোস্ট। তাদের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর, জার্মানি ও কুরাসাও। আগামী ১৪ জুন ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আফ্রিকার দলটি।

আইভরিকোস্টের বিশ্বকাপ দল:

গোলকিপার: ইয়াহিয়া ফোপানা, মোহামেদ কোনে, আলবান লাফোঁ।

ডিফেন্ডার: ইমানুয়েল অ্যাগবাদু, ক্লেমেন্ট আকপা, উসমান দিওমান্দে, গুয়েলা দুয়ে, ঘিসলাইন কোনান, ওডিলন কসুউনু, ইভান এনডিকা, উইলফ্রিড সিঙ্গো।

মিডফিল্ডার: সেকো ফোপানা, পারফেইট গুইয়াগন, ক্রিস্ট ইনাও উলাই, ফ্রাঙ্ক কেসি, ইব্রাহিম সাঙ্গারে, জিন-মিকেল সেরি।

ফরোয়ার্ড: সাইমন আদিংরা, অ্যাঞ্জ-ইয়ান বনি, আমাদ দিয়ালালো, উমর দিয়াকিতে, ইয়ান দিওমান্দে, ইভান গোসান্দ, নিকোলাস পেপে, বাজুমানা তুরে, এলি ওয়াহি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR